বচনের বিরোধিতা (F.M. – 4 , MCQ - 2, SAQ – 2)

➢ **বচনের বিরোধিতা বলতে কি বোঝ ?**

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের বা পরিমানের বা গুন ও পরিমান – উভয়েরই পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বচনের বিরোধিতা ।(Opposition Of Proposition)

যেমন – সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – A

∴ কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান – E (বিপরীত বিরোধিতা অনুসারে)

➢ **বচনের বিরোধিতা কয় প্রকার ও কি কি ?**

বচনের বিরোধিতা চার প্রকার , যথা – ১) বিপরীত বিরোধিতা , ২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা , ৩) অসম বিরোধিতা ও ৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা ।

➢ **বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো ।**

বচনের বিরোধিতা বা বিরূপতা চার প্রকারের , যথা - ১) বিপরীত বিরোধিতা , ২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা , ৩) অসম বিরোধিতা ও ৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা ।

১) বিপরীত বিরোধিতা (CONTRARY OPPOSITION) - একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সামান্য বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতা ।

যেমন – সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – A

∴ কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান – E

❖ বৈশিষ্ট্য – বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচন একসঙ্গে সত্য হতে পারে না , কিন্তু মিথ্যা হতে পারে ।

২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা (SUB-CONTRARY OPPOSITION) - একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় অধীন-বিপরীত বিরোধিতা ।

যেমন – কোন কোন ফুল হয় লাল – I

∴ কোন কোন ফুল নয় লাল – O

❖ বৈশিষ্ট্য – অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচন একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না , কিন্তু সত্য হতে পারে ।

৩) অসম বিরোধিতা (SUB-ALTERN OPPOSITION) - একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি কেবল পরিমানের পার্থক্য থাকে(গুন এক থাকে) তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় অসম বিরোধিতা ।

যেমন - সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – A

∴ কোন কোন ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – I

কোন ফুল নয় লাল – E

∴ কোন কোন ফুল নয় লাল – O

❖ বৈশিষ্ট্য – অসম বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে সামান্য বচনটি সত্য হলে বিশেষ বচনটি সত্য হবে , বিশেষ বচনটি মিথ্যা হলে সামান্য বচনটি মিথ্যা হবে ।

৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা (CONTRADICTORY OPPOSITION) - একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি গুন ও পরিমান – উভয়েরই পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিরুদ্ধ বিরোধিতা ।

যেমন – সকল শিক্ষক হয় জ্ঞানী - A

∴ কোন কোন শিক্ষক নয় জ্ঞানী– O

কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান– E

∴ কোন কোন ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – I

❖ বৈশিষ্ট্য - বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচন একসঙ্গে সত্য হতে পারে না , আবার একসঙ্গে মিথ্যা হতেও পারে না ।

➢ **বিরোধানুমান বলতে কি বোঝ ?**

যে অমাধ্যম অনুমানে একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে তার সঙ্গে বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ অপর বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অনুমান করা হয় , তাকে বলে বিরোধানুমান ।

➢ **বিরোধানুমান কয় প্রকার ও কি কি ?**

যেহেতু বচনের বিরোধিতা চার প্রকার সেহেতু বচনের বিরোধানুমান চার প্রকার , যথা - ১) বিপরীত বিরোধানুমান , ২) অধীন-বিপরীত বিরোধানুমান , ৩) অসম বিরোধানুমান ও ৪) বিরুদ্ধ বিরোধানুমান ।

➢ **বিভিন্ন প্রকার বচনের বিরোধানুমানের সাধারণ নিয়মাবলি গুলি উল্লেখ করো ।**

বচনের বিরোধানুমানের সাধারণ নিয়মগুলি হল –

১) বিপরীত বিরোধানুমান –

নিয়ম – বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে একটি বচন সত্য হলে অপর বচনটি মিথ্যা হবে । কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ একটি বচন মিথ্যা হলে অপরটি সংশয়াত্মক হবে ।

যেমন - A সত্য হলে E মিথ্যা হবে

E সত্য হলে A মিথ্যা হবে

কিন্তু

A মিথ্যা হলে E সংশয়াত্মক হবে

E মিথ্যা হলে A সংশয়াত্মক হবে

২) অধীন-বিপরীত বিরোধানুমান –

নিয়ম – অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে একটি বচন মিথ্যা হলে অপর বচনটি সত্য হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ একটি বচন সত্য হলে অপরটি সংশয়াত্মক হবে।

যেমন - I মিথ্যা হলে O সত্য হবে
O মিথ্যা হলে I সত্য হবে
কিন্তু
I সত্য হলে O সংশয়াত্মক হবে
O সত্য হলে I সংশয়াত্মক হবে

৩) অসম বিরোধানুমান –

১] নিয়ম - অসম বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে সামান্য বচনটি সত্য হলে অপর বিশেষ বচনটিও সত্য হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ বিশেষ বচন সত্য হলে অপর সামান্য বচনটি সংশয়াত্মক হবে।

যেমন - A সত্য হলে I সত্য হবে
E সত্য হলে O সত্য হবে
কিন্তু
I সত্য হলে A সংশয়াত্মক হবে
O সত্য হলে E সংশয়াত্মক হবে।

২] নিয়ম - অসম বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে বিশেষ বচনটি মিথ্যা হলে অপর সামান্য বচনটিও মিথ্যা হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ সামান্য বচন মিথ্যা হলে অপর বিশেষ বচনটি সংশয়াত্মক হবে।

যেমন - A মিথ্যা হলে I মিথ্যা হবে
E মিথ্যা হলে O মিথ্যা হবে
কিন্তু
I মিথ্যা হলে A সংশয়াত্মক হবে
O মিথ্যা হলে E সংশয়াত্মক হবে।

৪) বিরুদ্ধ বিরোধানুমান –

নিয়ম - বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের মধ্যে একটি বচন সত্য হলে অপর বচনটি মিথ্যা হবে। আবার একটি বচন মিথ্যা হলে অপর বচনটি সত্য হবে।

যেমন - A সত্য হলে O মিথ্যা হবে
E সত্য হলে I মিথ্যা হবে
I সত্য হলে E মিথ্যা হবে
O সত্য হলে A মিথ্যা হবে
আবার ,
A মিথ্যা হলে O সত্য হবে
E মিথ্যা হলে I সত্য হবে
I মিথ্যা হলে E সত্য হবে
O মিথ্যা হলে A সত্য হবে

➢ একটি চতুষ্কোনের সাহায্যে চর্তুবিধ বিরোধিতা দেখানো হল –

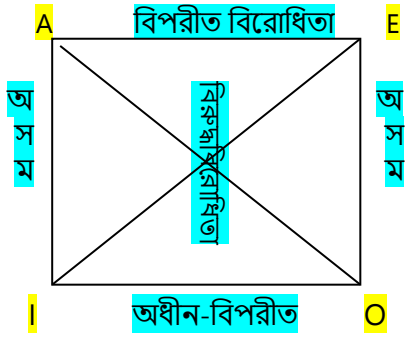

- একটি চিত্রের সাহায্যে বিরোধানুমানের সত্যতা ও মিথ্যাত্বকে প্রকাশ করা হল –

A	E	I	O
T	f	t	F
f	T	F	t
D	F	T	D
F	D	D	T

  - এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে কোন বচন সত্য বা কোন বচন মিথ্যা – একথা বলা হলে সবসময় বড় হাতের (Capital Letter) **T** অথবা **F** কেই ধরতে হবে , ছোট হাতের **t** অথবা **f** কে না ।

- অসম বিরোধিতাকে কি প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় কি ?

অসম বিরোধিতা কে প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় কি না সেই সম্পর্কে যুক্তিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে । একদল যুক্তিবিদ অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলে গ্রহণ করেননি। তারা , তাদের মতের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন । যথা –

প্রথমত – যে দুটি বচনের মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ আছে (A-I / E-O) তাদের মধ্যে কোনো গুনগত পার্থক্য নেই । যেমন –

A - সকল শিক্ষক হয় বিদ্বান

I - কোন কোন শিক্ষক হয় বিদ্বান (এই দুটি বচনের মধ্যে কোন গুনগত পার্থক্য নেই , এরা উভয়েই সদর্থক ।

দ্বিতীয়ত - যে দুটি বচনের মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ আছে (A-I / E-O) তারা উভয়েই একসঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে । কিন্তু চলতি কথায় বিরোধ শব্দের অর্থ হল – দুটি বচন একসঙ্গে সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না , যদি হয় তাহলে তাদের মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্বন্ধ আছে একথা বলা যায় না । যেমন –

A - সকল কবি হয় কল্পনাপ্রবণ

I - কোন কোন কবি হয় কল্পনাপ্রবণ । (উভয় বচনই একসঙ্গে সত্য)

আবার , E – কোন মানুষ নয় পূর্ন

O - কোন কোন মানুষ নয় পূর্ন । (উভয় বচনই একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে)। কাজেই এদের মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্বন্ধ নেই ।

তৃতীয়ত – অসম বচনটির ক্ষেত্রে সামান্য বচনটির সত্যতা থেকে বিশেষ বচনের সত্যতা অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় । যেমন –

A – "সকল কবি হয় কল্পনাপ্রবন" – এই সামান্য বচনটির সত্যতা থেকে I – "কোন কোন কবি হয় কল্পনাপ্রবণ" - এই বিশেষ বচনটির সত্যতা অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় , ফলে বচনদুটির মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় না ।

সুতরাং অসম বিরোধিতা কে প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় না । তবে আধুনিককালে যুক্তিবিদগন উক্ত অভিমত অস্বীকার করেন এবং বলেন অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় কারণ এক্ষেত্রে 'বিরোধ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এখানে 'বিরোধ' বলতে বোঝায় যে কোনো রকমের পার্থক্য । সুতরাং এদিক থেকে লক্ষ্য করলে অসম বিরোধিতাও প্রকৃত বিরোধিতা । কারণ অসম বিরোধী দুটি বচনের মধ্যে গুনগত পার্থক্য না থাকলেও পরিমানগত পার্থক্য আছে । তাছাড়া তর্কবিজ্ঞানে সেই দুটি বচনকে বিরোধী বলা হয় , যাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক থাকা সত্ত্বেও কেবল পরিমানগত পার্থক্য থাকে । সুতরাং লৌকিক অর্থে অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলা না গেলেও , তর্কবিদ্যাসম্মতদিক থেকে অসম বিরোধিতাকে বিরোধিতা বলা যুক্তিযুক্ত ।

বচনের বিরোধিতা

বন্ধনীর ভিতর হতে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

1) বচনের বিরোধিতা কয় প্রকার ? (এক / দুই / তিন / চার)
2) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে গুনের পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম কি ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
3) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সামান্য বচনের মধ্যে গুনের পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম কি ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
4) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে পরিমানের পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম কি ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
5) A ও E বচনের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধিতার সম্পর্ক বর্তমান ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
6) গতানুগতিক/প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানে কয় প্রকার বিরোধিতা স্বীকৃত ? (এক / দুই / তিন / চার)
7) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে কয় প্রকার বিরোধিতা স্বীকৃত ? (এক / দুই / তিন / চার)
8) কোন বিরোধিতাকে অ্যারিস্টটল প্রকৃত বিরোধিতা বলে স্বীকার করেননি ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
9) বিরোধানুমান কয় প্রকার ? (এক / দুই / তিন / চার)
10) কোন দুটি বচনের মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ আছে ? (A - E / A – I / A – O / E – I)
11) কোন দুটি বচনের মধ্যে অতিবিষমতার সম্বন্ধ আছে ? (A - E / A – I / A – O / E – I)
12) অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিশেষ বচনটিকে বলা হয় - (পূর্ববর্তী / অনুবর্তী / অনুগ / পূর্বগ)
13) দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না , আবার একই সঙ্গে মিথ্যাও হতে পারে না –বচন দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ কী ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
14) 'সাদা বাঘ আছে' এবং 'সাদা বাঘ নেই' – বাক্যদুটির মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধ কী ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
15) দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না , আবার একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে –বচন দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ কী ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
16) দুটি বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না , আবার একই সঙ্গে সত্য হতে পারে –বচন দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ কী ? (বিপরীত / অধীন-বিপরীত/ অসম / বিরুদ্ধ বিরোধিতা)
17) বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে কিসের পার্থক্য থাকে ? (গুনের / পরিমানের / গুন ও পরিমানের / অর্থের)
18) E বচনের অতিবিষম বচন কি ? (A / E / I / O)
19) O বচনের অনুবিষম বচন কি ? (A / E / I / O)
20) I বচনের অতিবর্তি বচন কি ? (A / E / I / O)
21) E বচনের অনুবর্তী বচন কি ? (A / E / I / O)
22) 'কোন কোন S হয় P' – এই বচনটির বিরুদ্ধ বচন কি ? (সকল S হয় P/ কোন S নয় P/ কোন কোন S নয় P / কোনটিই নয়)
23) বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ থাকে – (দুটি সামান্য / দুটি বিশেষ / একটি সামান্য ও একটি বিশেষ / একটি বিশেষ ও একটি সামান্য বচনের মধ্যে)
24) অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ থাকে – (দুটি সামান্য / দুটি বিশেষ / একটি সামান্য ও একটি বিশেষ / একটি বিশেষ ও একটি সামান্য বচনের মধ্যে)

নীচের প্রশ্নগুলির একটি/দুটি বাক্যে উত্তর দাও ।

1) বিরোধিতার শর্তগুলি কী কী ?
2) বচনের বিরোধিতার আবশ্যিক শর্ত কয়টি ও কী কী ?
3) কখন দুটি বচন পরস্পরের বিরুদ্ধ হয় ?
4) বিরুদ্ধ বিরোধিতার দৃষ্টান্ত দাও ।
5) প্রচলিত যুক্তিবিদ্যায় কোন বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলা হয়েছে ?
6) অ্যারিস্টটলীয় বিরোধ চতুষ্কোনে কত প্রকার বিরোধিতা স্বীকৃত ?
7) দুটি বিরোধী বচন কখনও একসঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে কি ?
8) 'সাদা বাঘ আছে' এবং 'সাদা গোলাপ নেই' – এই বাক্যদুটির মধ্যে কিরূপ যৌক্তিক সম্বন্ধ আছে ?
9) 'সব ফুল লাল নয়' এবং 'কিছু ফুল লাল' - এই বাক্যদুটির মধ্যে কিরূপ যৌক্তিক সম্বন্ধ আছে ?
10) 'কোন কোন ঈশ্বরবাদী হন ভাববাদী' – বচনটি সত্য হলে 'কোন ঈশ্বরবাদী হন ভাববাদী' – বচনটির সত্যমূল্য কী হবে ?
11) 'সকল বিজ্ঞানী হয় দার্শনিক' – বচনটি মিথ্যা হলে 'কোন কোন বিজ্ঞানী হয় দার্শনিক' – বচনটির সত্যমুল্য কী হবে ?
12) কোন দুটি বচনের মধ্যে অনুবিষমতার সম্পর্ক আছে ?
13) কোন দুটি বচনের মধ্যে অতিবিষমতার সম্পর্ক আছে ?
14) কোন দুটি বচনের মধ্যে অতিবর্তীতার সম্পর্ক আছে ?
15) কোন দুটি বচনের মধ্যে অনুবর্তীতার সম্পর্ক আছে ?
16) বিরোধানুমান কোন ধরণের অনুমান ?
17) বিষমতা কয় প্রকার ?
18) বিরোধিতার বর্গক্ষেত্রের স্রষ্টা কে ?
19) দুটি অসম বিরোধী বচনের মধ্যে কীসের পার্থক্য থাকে ?
20) বিপরীত বিরোধিতার শর্তগুলি কী কী ?
21) অতিবর্তী ও অনুবর্তী বচন কি ?
22) 'মানুষ অসৎ হতে পারে' – এর অসম বিরোধী বচনটি নির্ণয় কর ।
23) বিরোধিতার সম্পর্কের ভিত্তিতে যে অনুমান করা হয় তার নাম কি ?
24) বিপরীত বিরোধিতা ও অধীন বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য কী ?
25) বিপরীত বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য কী ?
26) A বচনের অতিবিষম বচন কী ?
27) অসম বিরোধিতার সত্যতার নিয়মটি লেখো ।
28) অসম বিরোধিতার মিথ্যাত্বের নিয়মটি লেখো ।
29) যদি 'A' বচন সত্য হয় তবে এর বিরুদ্ধ বচনের অসম বিরোধী বচনের সত্যমূল্য কী হবে ?
30) 'কোন কোন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব' - বচনটির অধীন বিপরীত বিরোধী বচন উল্লেখ করো ।
31) বিরুদ্ধ বিরোধিতার মূল শর্ত গুলি উল্লেখ করো ।
32) বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে সত্যমূল্যের নিয়ম কী ?

- **বিপরীত বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য লেখ ?**

বিপরীত বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য গুলি হলঃ-

প্রথমতঃ- একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সামান্য বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতা। যেমন – সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – A

∴ কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান – E।

অপরদিকে , একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি গুন ও পরিমান – উভয়েরই পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিরুদ্ধ বিরোধিতা। যেমন – সকল শিক্ষক হয় জ্ঞানী - A

∴ কোন কোন শিক্ষক নয় জ্ঞানী– O

কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান– E

∴ কোন কোন ছাত্র হয় বুদ্ধিমান –।

দ্বিতীয়তঃ- বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি বচনের মধ্যে কেবল গুনের পার্থক্য থাকে। অপরদিকে , বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি বচনের মধ্যে গুন ও পরিমান - উভয়ের পার্থক্য থাকে।

তৃতীয়তঃ- বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের অর্থাৎ A ও E -এর মধ্যে একটি বচন সত্য হলে অপর বচনটি মিথ্যা হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ একটি বচন মিথ্যা হলে অপরটি সংশয়াত্মক হবে।

অপরদিকে , বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচনের অর্থাৎ A ও O/ E ও।- এর মধ্যে একটি বচন সত্য হলে অপর বচনটি মিথ্যা হবে। আবার একটি বচন মিথ্যা হলে অপর বচনটি সত্য হবে।

- **বিপরীত বিরোধিতা ও অধীন-বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য লেখ ?**

বিপরীত বিরোধিতা ও অধীন-বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য গুলি হলঃ-

প্রথমতঃ- একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সামান্য বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতা। যেমন – সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান – A

∴ কোন ছাত্র নয় বুদ্ধিমান – E।

অপরদিকে , একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে যদি কেবল গুনের পার্থক্য থাকে তাহলে ঐ বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় অধীন-বিপরীত বিরোধিতা। যেমন – কোন কোন ফুল হয় লাল –।

∴ কোন কোন ফুল নয় লাল – O

দ্বিতীয়তঃ- বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি সামান্য বচনের মধ্যে কেবল গুনের পার্থক্য থাকে। অপরদিকে , অধীন-বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে কেবল গুনের পার্থক্য থাকে।

তৃতীয়তঃ- বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি সামান্য বচনের অর্থাৎ A ও E -এর মধ্যে একটি বচন সত্য হলে অপর বচনটি মিথ্যা হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ একটি বচন মিথ্যা হলে অপরটি সংশয়াত্মক হবে। অপরদিকে , অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বিশেষ বচনের অর্থাৎ। ও O এর মধ্যে একটি বচন মিথ্যা হলে অপর বচনটি সত্য হবে। কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক বা সত্য নয় , অর্থাৎ একটি বচন সত্য হলে অপরটি সংশয়াত্মক হবে।

- **বিরোধিতার সাধারণ বর্গক্ষেত্র ও আরিস্টটল বর্ণিত বর্গক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য গুলি লেখ ?**

প্রথমতঃ- বিরোধিতার সাধারণ বর্গক্ষেত্রে চার প্রকার বিরোধিতা স্বীকার করা হয়েছে। যথা - ১) বিপরীত বিরোধিতা , ২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা , ৩) অসম বিরোধিতা ও ৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা। অপরপক্ষে , অ্যারিস্টটল বর্ণিত বর্গক্ষেত্রে দুই প্রকার বিরোধিতা স্বীকার করা হয়েছে। যথা - ১) বিপরীত বিরোধিতা ও ২) বিরুদ্ধ বিরোধিতা।

দ্বিতীয়তঃ- বিরোধিতার সাধারণ বর্গক্ষেত্রে বিরুদ্ধ বিরোধিতা হল সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধিতা। এইজন্য সাধারণ বর্গক্ষেত্রে বিরুদ্ধ বিরোধিতাকে দীর্ঘতম রেখা কর্ণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। অপরপক্ষে , অ্যারিস্টটল বর্ণিত বর্গক্ষেত্রে বিপরীত বিরোধিতা হল সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধিতা। তাই এখানে বিপরীত বিরোধিতাকে বর্গক্ষেত্রে দীর্ঘতম রেখা কর্ণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ- সাধারণ বর্গক্ষেত্রে বিরোধিতার শর্ত হল - দুটি বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও গুন অথবা পরিমান অথবা গুন-পরিমান উভয়ের পার্থক্য থাকবে। অপরপক্ষে , অ্যারিস্টটল বর্ণিত বর্গক্ষেত্রে বিরোধিতার শর্ত হল - একই সঙ্গে দুটি বিরোধী বচন কখনোই সত্য হতে পারে না , যদিও দুটি বচনেরই উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন।

চতুর্থতঃ- বিরোধিতার সাধারণ বর্গক্ষেত্রে অসম বিরোধিতা ও অধীন-বিপরীত বিরোধতার সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় । অপরপক্ষে , অ্যারিস্টটল বর্ণিত বর্গক্ষেত্রে বিরোধিতায় অসম বিরোধিতা ও অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না।

-